রিপোর্ট - ৬১

যুগান্তর

তারিখ 11 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

পাঠ্যপুস্তকের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে সরকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে

মুসতাক আহমদ

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে সরকার। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) চলতি মাসের শুরুতে ২০০৮ সালের পাঠ্যপুস্তকের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। প্রস্তাব পাওয়ার পর মন্ত্রণালয়ে এ নিয়ে কয়েক দফা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমালোচনা ও প্রতিবাদের আশঙ্কায় সরকার এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি. দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, পাঠ্যপুস্তকের দাম বাড়ানো যাবে না। প্রয়োজনে শতভাগ ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন, সরকার শিক্ষার জন্য ব্যয় করবে না তো কোন খাতে ব্যয় করবে? সর্বশেষ ২০০১ সালে পাঠ্যপুস্তকের দাম বাড়ানো হয়েছিল। এরপর ২০০৫ সালের নভেম্বরে এনসিটিবি বইয়ের পাঠ্যপুস্তকের আরেক দফা দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দেয়। তখন ওই প্রস্তাব আলোচনাতেই আসেনি। এনসিটিবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আগামী শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সব পাঠ্যবইয়ের দাম বাড়ানোর যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে প্রত্যেক বইয়ের দাম ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

পাঠ্যপুস্তকের দাম না বাড়ানোর পক্ষে শিক্ষাবিদদের যুক্তি হচ্ছে, দেশের বেশিরভাগ মানুষ নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। দুর্দশা বন্যা আক্রান্ত হয়েছে দেশের বেশিরভাগ অংশ। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মন্দাভাব, কম আয় ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের নাকাল অবস্থা। এ অবস্থায় যদি সরকার বইয়ের দাম বাড়ায়, তবে তা জনগণের জন্য মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের অবস্থা হবে। আর এটা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, প্রয়োজনে সরকার ২০০৯ সালে দাম বাড়াতে পারে। এ বছর কিছুতেই তা সমীচীন হবে না। প্রয়োজনে সরকারকে এক্ষেত্রে ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের সন্তান। তাদের কথা মাথায় রাখতে হবে। সরকার লেখাপড়ার জন্য ভর্তুকি দেবে না তো কিসের জন্য দেবে? তিনি বলেন,

দাম : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৪

দাম : পাঠ্যপুস্তকের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজনে শতভাগ ভর্তুকি দিতে হবে। তিনি বলেন, বইয়ের গুণগত মান খারাপ। কাগজ ও ছাপার মান ভালো করতে হবে।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বশিরউদ্দিন জানান, প্রতি বছর সরকারের তরফ থেকে ভর্তুকি দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের দাম শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে রাখা হয়। ভর্তুকির পরিমাণ প্রায় ৮৩ ভাগ। দাম বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে এনসিটিবি সূত্র জানায়, পাঠ্যবই ছাপার কাগজ এনসিটিবিকে সরবরাহ করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম)। ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত কেপিএম কাগজের দাম বেড়েছে প্রায় ৪৫ ভাগ। বর্তমানে প্রতি মেট্রিক টন সাদা কাগজের দাম ৬৮ হাজার ৩১৯ টাকা। ইতিমধ্যে জানুয়ারিতে আরও ৫ শতাংশ দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে কেপিএম।

চলতি ২০০৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণীর ৬০টি বইয়ের ১ কোটি ৪৯ লাখ কপি ছাপানো হয়। এতে কাগজের দাম বাড়ার কারণে সরকারকে অতিরিক্ত ৫ কোটি ১০ লাখ টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছে বলে জানা যায়। আগামী ২০০৮ শিক্ষাবর্ষে মোট ১ কোটি ৭০ লাখ কপি বই ছাপানো হবে। এতে ভর্তুকি আরও বাড়বে।

এদিকে কয়েকদিন আগে প্রকাশ করা লিখিতভাবে বইয়ের দাম বাড়ানোর জন্য এনসিটিবিকে পরামর্শ দিয়েছে বলে জানা গেছে। পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহের বলেন, কয়েক বছর ধরে কাগজের দাম একাধিক দফায় বেড়েছে। গত বছরের শেষের দিকে দেড় মাসের ব্যবধানেই নিউজপ্রিন্টের দাম দু'দফায় বেড়ে টনপ্রতি ৭ হাজার টাকা হয়। আর এক বছরের আপা-মাথায় নিউজপ্রিন্টের টনপ্রতি দাম ৪২ হাজার থেকে বেড়ে ৬২ হাজার টাকা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বর্তমান দর অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণীর একসেট বইয়ের দাম ২৩৪ টাকা ৫৯ পয়সা, সপ্তম শ্রেণীর এক সেট বইয়ের ২৪৩ টাকা ৫৬ পয়সা, অষ্টম শ্রেণীর ২৬২ টাকা ৫৫ পয়সা এবং নবম-দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগভেদে ৩০০ থেকে ৩৩০ টাকার মধ্যে।